যুগান্তর

তারিখ 15 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

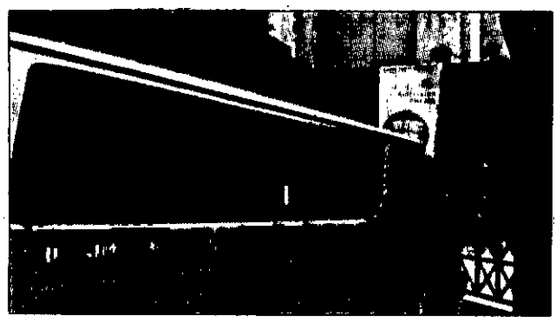

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি পরিদর্শন করে যুগান্তর

নর্থ সাউথে ইউজিসির দল

সন্দেহভাজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর তথ্য তলব

যুগান্তর রিপোর্ট

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জঙ্গিবাদে জড়িত সন্দেহভাজন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর তালিকা চেয়েছে ইউজিসির (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন) প্রতিনিধি দল। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত পাকিস্তানি, নাইজেরিয়ান ও সোমালিয়ানসহ বিদেশী শিক্ষার্থীদের তালিকাও চেয়েছেন তারা। কর্তৃপক্ষ বিদেশী ছাত্র সম্পর্কে তথ্য গোপন করে এমন প্রমাণ পেয়েছে দলটির সদস্যরা। বৃহস্পতিবার ইউজিসির ৪ সদস্যের একটি দল বেলা ১১টা ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

জঙ্গি সৃষ্টির দায় সরকার এবং পরিবারও এড়াতে পারে না —ভিসি

বিদেশী ছাত্রদের বিষয়ে তথ্য গোপনের চেষ্টা

১০ বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়েছে

সন্দেহভাজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর তথ্য তলব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে তিনটা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় সরেজমিন পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দশটি বিষয়ে তথ্য জানতে চেয়েছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ স্পর্শকাতর বিষয়সহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাৎক্ষণিকভাবে কোনো জবাব দিতে পারেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের (বিওটি) অনুমতি সাপেক্ষে প্রশ্নের উত্তরগুলো পরে সরবরাহের জন্য তারা সময় নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির একাধিক কর্মকর্তার কাছ থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

পরিদর্শন দলটি ক্যাম্পাস ত্যাগের পর ভিসি অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গি সৃষ্টির দায় কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়। সরকার ও সংশ্লিষ্ট পরিবারও এর দায় এড়াতে পারে না। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাওয়ার পর শিক্ষার্থীরা কার সঙ্গে মিশছে, বাড়িতে কী করছে, কোন মসজিদে নামাজ পড়ছে, ল্যাপটপে কী দেখছে— তা শিক্ষকদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এজন্য সবার সচেতনতা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক বিষয়ে সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার ইউজিসির পরিদর্শক দল রুটিন কাজ করেছে। এর আগেও তারা এসেছিলেন। সাম্প্রতিক বিষয়ে তারা কিছু জানতে চাননি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দুই যুদ্ধাপরাধীর ছেলেদের চাকরি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অনেক আগে তারা চাকরি ছেড়ে চলে গেছেন।

পরিদর্শক দলের প্রধান অধ্যাপক ড. দিল আফরোজা বেগম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা অবস্থা দেখতে এসেছিলাম। সাম্প্রতিক বিষয়েও আলোচনা করেছি।' এ দলে ছিলেন ইউজিসির দুই স্থায়ী সদস্য অধ্যাপক ড. শাহনেওয়াজ আলী, ইউজিসির উপসচিব জেসমিন পারভীন এবং সিনিয়র সহকারী সচিব বিষ্ণু মল্লিক।

সূত্র জানায়, বেসরকারি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গি তৎপরতা, এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জড়ানো ইত্যাদি প্রসঙ্গে পরিদর্শক দলের বেশির ভাগ প্রশ্নের জবাবে ভিসিসহ অন্য কর্মকর্তারা 'জানি না', 'জানা নেই' ধরনের উত্তর দিয়েছেন। গোলাম আযম ও মতিউর রহমান নিজামীর ছেলেদের চাকরির বিষয়ে বলেছেন, তারা বহু আগে চাকরি ছেড়ে চলে গেছেন। পরিদর্শক দলটি প্রমাণ পেয়েছে, জঙ্গিবাদ বিস্তার রোধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কার্যকর কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকার বিশেষ করে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রায় প্রতিদিনই তাদের কাছে কোনো না কোনো তথ্য চাচ্ছে। সাধ্যমতো কর্তৃপক্ষ তা সরবরাহ করছে। বিওটির অনুমতি নিয়ে আইনশৃংখলা বাহিনীকে সরবরাহকৃত ওইসব তথ্য পরে ইউজিসিকে সরবরাহের ব্যাপারে ভিসিসহ অন্য কর্মকর্তারা কথা দিয়েছেন। দলটি লাইব্রেরি, মসজিদ ও বিভিন্ন দফতর এবং ক্লাসরুমে যান। তারা কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চেয়েছেন তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নাইজেরিয়ান কোনো ছাত্র লেখাপড়া করে কিনা। উত্তরে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নাইজেরিয়ান কোনো ছাত্র নেই। অথচ পরিদর্শনে বেরিয়ে দলটি এক বিদেশী ছাত্রের সঙ্গে আলাপকালে জানতে পারেন সে নাইজেরিয়ান। কর্তৃপক্ষ দাবি করে, নাইজেরিয়া নয়, সোমালিয়ার ছাত্ররা লেখাপড়া করে। পরিদর্শনের দ্বিতীয় ভাগে আর্থিক দুর্নীতির বিষয়ে জেরা ও অনুসন্ধান চালান ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. শাহনেওয়াজ আলী। তাকে সঙ্গ দেন ইউজিসির সিনিয়র সহকারী সচিব বিষ্ণু মল্লিক।

সূত্র আরও জানায়, দলটি দেখেছেন বিশ্ববিদ্যালয় পুরোপুরি আইনতভাবে চলছে না। আইনে ভিসি, প্রোভিসি, কোষাধ্যক্ষ প্রমুখের দায়িত্ব ও ক্ষমতাবলে দেয়া আছে। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিওটি যা ইচ্ছা তাই করছে। বিওটির মধ্যেও দ্বন্দ্ব আছে।

সূত্র জানায়, পরিদর্শনকালে মোট ১০টি বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়েছে। সেসবের মধ্যে জঙ্গিবাদে উস্কানিতে সহায়ক কোনো সন্দেহভাজন শিক্ষক আছেন কিনা, লাইব্রেরিতে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের বই এবং নিখোঁজ ও অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরির বিষয় অন্যতম। বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (বিওটি) আইন লংঘন করে এখনও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করেন কিনা সে বিষয়েও জানতে চাওয়া হয়। এছাড়া বিওটি সদস্যদের দ্বন্দ্বের অবস্থা কেমন, বিওটি সদস্যদের অন্যায়ভাবে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ তহবিল পরিচালনায় সরকারি আইন অনুসরণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। এ তহবিলের অর্থ ব্যয় ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি, সাবেক ভিসির বিদেশ চলে যাওয়ার হেতু, ভিসির বেতনের ওপর কর ফাঁকি, অননুমোদিত ও সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়েও তথ্য চাওয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করে এক সদস্য বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নর্থ সাউথকে তারা মর্যাদার চোখে দেখেন। কিন্তু সেখানে যেসব আর্থিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি হয় তা জাতীয় স্বার্থেই রোধ করতে হবে। পাশাপাশি তাদের আইন মেনে চলতে হবে। নইলে তা সংক্রমিত হবে এবং বেসরকারি উচ্চশিক্ষা খাতে সুশাসন আনা কঠিন হবে। এই বিষয়টি গত অক্টোবরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর প্রতিবেদনেও উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানান এই সদস্য।